যুগান্তর

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

গতকাল জননিরাপত্তা ও আইনশৃংখলাবিষয়ক মতবিনিময় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ অন্যরা

শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময় সভা

ছাত্র-শিক্ষকদের নজরদারির নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আট দফা নির্দেশনা
- ছাত্র সংসদ চালু, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চার পরামর্শ
- বাসায় সন্তানের কক্ষের দরজা খোলা রাখুন

প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে জঙ্গিবিরোধী কমিটি, সন্দেহজনক স্থানে নজরদারি বৃদ্ধিসহ আট দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুলিশের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব নির্দেশনা দেয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ রাখা ও নজরদারির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবারকেও সন্তানদের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ জঙ্গি বিস্তার রোধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বন্ধ ছাত্র সংসদ খুলে দেয়া, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চা বাড়ানোর পরামর্শ দেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে ৩০ জন করে ছাত্র থাকবে। এছাড়া বাসায় সন্তানরা যাতে রুমের দরজা বন্ধ না রাখে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা যাতে বন্ধ রুমে বসে ইন্টারনেট সার্চ করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে পরামর্শ দেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মেহেদী হাসান প্রামাণিক বলেন, জঙ্গিবাদ রোধে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সভা করা যেতে পারে। তাতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকলে তা আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি উন্মুক্ত রাখার দাবি জানানো হয়।

রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে 'জননিরাপত্তা ও আইনশৃংখলা বিষয়ক' এক মতবিনিময় সভায় এসব সুপারিশ করা হয়। স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুলিশ প্রধান (আইজিপি) ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ছাত্র-শিক্ষকদের নজরদারির নির্দেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একেএম শহীদুল হক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বক্তৃতা করেন। পুলিশের পক্ষে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। তার প্রবন্ধেই ৮ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অপরাধীরা কে কোথায় আছেন তা আমাদের জানা আছে। তাদের ব্যাপারে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা ফিরে আসুন এটা আমরাও চাই। তিনি জঙ্গিদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াদের উদ্দেশে বলেন, ৫ জনের লাশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পরিবার, সমাজ সবাই তাদের ঘৃণা করছে। আহ্বান করছি, বিপথগামী ছেলে ফিরে আসো। এখনও সময় আছে। তিনি জঙ্গিবাদ নির্মূলে সবার সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের সন্তানদের বিপথগামী করছে। তাদের নাম জানা গেছে। তাদের বাইরে আরও প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষক নামধারী কিছু ব্যক্তিও শিক্ষার্থীদের নষ্ট করছে। তিনি এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেন। তাদের এ পেশায় থাকার অধিকার নেই। তিনি আরও বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা জঙ্গি সৃষ্টি ও বিচরণের জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীরা যাতে বেহাত হয়ে না যায়, সেজন্য যা যা করা দরকার তাই করা হবে। তিনি ইংরেজি মাধ্যমের পাঠ্যক্রমে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের আইনকানুন মেনে চলার নির্দেশনা দেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক সমস্যার পাশাপাশি প্রজন্মের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট-পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা করা যাবে না। সম্প্রতি ৩৩ জন জঙ্গি চিহ্নিত হয়েছে। তারা যেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, তার মধ্যে এক নম্বরে একটি প্রাইভেট আর দুই ও তিন নম্বরে আছে দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানতে চায় না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালিত হয় না। তাদের কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা আছে। তা দূর করতে হবে।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, জঙ্গিবাদ আমরা কিছুতেই বরদাশত করব না। তিনি জঙ্গি বিস্তারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ চালুর পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীদের মনিটরিং করতে ২০ জনের একটি গ্রুপ করে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে 'ক্যান্সার' এবং জঙ্গিবাদকে 'জীবাণু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পাশাপাশি সবাইকে নিয়েই তা ছেঁটে ফেলার ঘোষণা দেন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে তিনি সবার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ভিসি বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ক্যান্সার অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। এজন্য কী কী করণীয় তা শুনেছি। এর অনেকগুলো পদক্ষেপই ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই বাকিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এখন ইমেজ প্রবলেমে ভুগছে। পত্র-পত্রিকায় আমাদের সাবেক ছাত্র-শিক্ষকদের নাম আসছে। আমি তা অস্বীকার করতে চাই না। আমরা সমস্যা সমাধানে সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। তিনি জঙ্গি দমনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে খোঁজ-খবর রাখার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে। বাবা-মাকেও সচেতন থাকতে হবে। বাসায় ফিরে ছেলেমেয়েরা নিজের রুমটা বন্ধ করে ওয়েবসাইটে কী কী করে, তা খেয়াল রাখতে হবে। দরজা বন্ধ করতে দেবেন না। তিনি জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে 'কাউন্টার আইডোলজি' (বিপরীত মতাদর্শ) দেয়ার পরামর্শ দেন। লাইব্রেরি পরিষ্কার করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাব জব্দ করা হয়েছে। মসজিদে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। মনে হয় আমাদের থেকে বেশি সিসি ক্যামেরা অন্য কোথাও নেই। এরপরও এ ব্যাপারে তিনি সরকারের সহযোগিতা চান এবং সরকারকে সহযোগিতা করার কথা জানান।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, যেসব পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি ছাড়া সব আমরা নিয়েছি। এখন আমরা জঙ্গিবিরোধী কমিটি গঠন করব।

আইজিপি একেএম শহীদুল হক বলেন, একটি নির্দিষ্ট মহলের ষড়যন্ত্রে দেশে জঙ্গি হামলা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স। কে সন্ত্রাস করল, কে কোন দলের, কে কোন মতের সেটা বড় কথা না। জঙ্গিদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে চাই, আপনাদের সহযোগিতা দরকার। তিনি বলেন, কোরআনের কিছু আয়াতের খণ্ডিত অংশ বিকৃত করে জিহাদের নামে বেহেশতে যেতে পারবে বলে তরুণদের বিভ্রান্ত করছে। বেহেশতের আশায় তারা জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের রক্ষায় তিনি পরিবার ও শিক্ষকদের সহযোগিতা চেয়ে বলেন, সন্তানরা যেন বিপথে না যায় তা দেখার দায়িত্ব পরিবারের। আমি মনে করি, শিক্ষকদেরও দায়দায়িত্ব আছে নজরদারি করার।

বিপথগামীদের উদ্দেশে র‍্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) বেনজীর আহমেদ বলেন, দানব নিয়ে খেলবেন না। আমরা জানি কারা এ খেলা খেলছেন। আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে শান্তির পথে নিয়ে যাই। তিনি বলেন বিপথগামীদের কেউ পছন্দ করে না। যারা বিপথে গেছেন তাদের ফিরে আসার আহ্বান জানান। যারা শান্তির ধর্মকে নষ্ট করছেন, ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি খুঁজে তাদের বের করে নির্মূল করা হবে। কম আয়ের পরিবারের সন্তানের পরিবর্তে এখন ধনী পরিবারের সন্তানেরা কেন এসব কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছে তার কারণ খুঁজে বের করতে তিনি শিক্ষকদের গবেষণা করারও আহ্বান জানান।

ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, এটা আইনশৃংখলার সমস্যা নয়, সামাজিক-বৈশ্বিক সমস্যা। আমরা প্রাণবাজি রেখে এসব হায়েনাদের মোকাবেলা করার জন্য নিরলস চেষ্টা করছি। সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জঙ্গিবাদকে 'না' বলতে হবে।

মূল প্রবন্ধে মনিরুল ইসলাম বলেন, শোলাকিয়া ও গুলশানের ঘটনাসহ অন্য হামলাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিনটি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এসব কাজে জড়িত। সংগঠনগুলো হচ্ছে, জেএমবি, আনসার আল ইসলাম এবং হিজবুত তাহরির। তিনি প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে জঙ্গি রিক্রুটের কাজে ব্যবহারের মতো সম্ভাব্য স্থানে নজরদারি বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপকে চিহ্নিত করে তাদের কাউন্সিলিংয়ের আওতায় আনতে বলেন। দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ, সংস্কৃতি চর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থাসহ ৮ দফা সুপারিশ করেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরব রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করার দাবি জানান। তারা বলেন, যেখানে সরব রাজনীতি নেই, সেখানে নীরব রাজনীতি আছে। আর নীরব রাজনীতি মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস।

এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভের (ইউওডা) ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন, পোর্টসিটি ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি একেএম এনামুল হক শামীম, স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কাওছার আহমেদ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মেহেদী হাসান প্রামাণিক, মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদিক খান, ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন, সাংবাদিক নাজমুল হোসেনসহ কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের ডিসি সৈয়দ নুরুল ইসলাম। তিনি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। মূল বক্তৃতা পর্বের আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়।